বাইরে পাক-বিরোধী জিগির তলায় ব্যবসায়িক আঁতাত

দুই পড়শির উঠোনের বেড়া নিয়ে ঝগড়ার মতোই দুই পড়শি দেশের মধ্যেকার সীমান্ত সমস্যা দুনিয়ার সব মহাদেশেই আছে। কিন্তু সেই বিরোধে যখন উগ্র জাতীয়তার রঙ চাপানো হয়, বিরোধকে পরিণত করা হয় বিদ্বেষে এবং বিদ্বেষকেই চালানো হয় দেশপ্রেম বলে— সে পরিস্থিতি দুই প্রতিবেশী দেশের মানুষের পক্ষেই দুঃখের। দীর্ঘকাল ধরে চলছে ভারত পাকিস্তান সীমান্ত বিরোধ। এর সাথে যখন যুক্ত হয় কুলভূষণ যাদবের ফাঁসি বা ভারতীয় সেনাদের খুন করে মাথা কেটে নেওয়ার মতো মারাত্মক অভিযোগ, তাহলে সব যুক্তি বুদ্ধিই পুরোপুরি গুলিয়ে যায়।

একইভাবে পাকিস্তানের মাটিতেও অভিযোগ উঠছে ভারত বালুচিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদে মদত দিয়ে চলেছে। সে দেশেও ভারত বিরোধিতাকেই দেশপ্রেম বলে চালাচ্ছেন পাক শাসকরা। পরিস্থিতি এমন, শুধু পড়তে চাইবার জন্য মৌলবাদীদের গুলিতে পাকিস্তানের যে মেয়ের প্রাণ সংশয় হয়, ভারতের যে ধর্ষিতা মেয়েকে সংঘ পরিবারের মৌলবাদীরা দোষ দেয় ঘর থেকে বার হয়ে বেশি লেখাপড়া শেখা কিংবা কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার জন্য— তাদের স্বার্থ যে এক, একথা বলাও আজ যেন অপরাধ!

সীমান্তের এপারে বিজেপি-আরএসএস নেতারা এই পরিস্থিতিকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করে দু'বেলা পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুঙ্কার দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। সংঘ পরিবারের থেকে এমন আওয়াজও উঠছে— নির্বিচারে খতম করো পাকিস্তানীদের! বিজেপি-আরএসএসের দেশপ্রেমের তীব্রতা এমনই যে, তাদের বিক্ষোভে পাকিস্তানি গায়ককে ভারতে কর্মসূচি বাতিল করতে হয়। উভয় দেশের ক্রীড়া কর্মসূচিও বাতিল হয়ে যায় এদের বিক্ষোভের ভয়ে। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবাঞ্ছিত টানাপোড়েনে যখন শান্তি ও বিদ্বেষমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই স্বাভাবিক, তখন শাসক দলের অনুগত (অর্থপুষ্ট?) ইংরেজি ও হিন্দি খবরের টিভি চ্যানেলগুলি ন্যূনতম নিরপেক্ষতা, সৌজন্য বিসর্জন দিয়ে তারস্বরে পাকবিরোধী জিগির তুলে ধরছে। সরকারি অশীর্বাদে তারা প্রচার করছে পাকিস্তানের সাথে কথাই বাদ দেওয়া দরকার। শাসক বিজেপির ভোট রাজনীতির সাথে মিলে যায় বলে কেন্দ্রীয় সরকার তৎপর হয়ে পড়েছে উগ্র দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে। সম্প্রতি লাহোরের একদল ছাত্র শিক্ষামূলক ভ্রমণে ভারত সফরে এসেছিল, একটি বিনিময় কর্মসূচির অংশ হিসাবে। হঠাৎই এই উত্তেজনার অজুহাতে তাদের ভিসা বাতিল করে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। একইভাবে পাকিস্তান থেকে যাঁরা চিকিৎসার জন্য ভারতে আসতে ইচ্ছুক তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রবল কড়াকড়ি ঘোষণা করেছে। পাকিস্তান যেতে ইচ্ছুক ভারতীয়রাও এখন প্রবল সন্দেহজনকের তালিকায়।

এই কৃত্রিম উত্তেজনা তৈরির তৎপরতা যে আসলে বিজেপির ভোট রাজনীতির অংশ তা আবার বোঝা গেল একটি সংবাদে। ভারতের ইস্পাত ব্যারন সজ্জন জিন্দাল পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে ৪৫ কিমি দূরে পাহাড়ি শহর ম্যুরে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন। সঙ্গে ছিলেন আরও দুই ব্যক্তি— সাকেত সিংহল ও বিরেন্দর বাবর সিং। যদিও এই দু'জনের পরিচয় কী তা সংবাদমাধ্যমে আসেনি।

স্বাভাবিক ভাবেই আশা করা গিয়েছিল, সংবাদ প্রকাশ হওয়া মাত্রই আরএসএস-বিজেপি বাহিনী জিন্দালদের বাড়ি ঘিরে ফেলে প্রবল বিক্ষোভ দেখাবে, ভাঙচুর চালাবে, দাবি করবে যে, এমন 'দেশপ্রেম বিরোধী' 'জাতীয়তা বিরোধী' কাজের জন্য সজ্জনকে অবিলম্বে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতে হবে। দেশপ্রেমের ঠিকাদারি নেওয়া এই বাহিনী এমনটাই তো করে থাকে! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আরএসএস-বিজেপি বাহিনী এ-সব কিছুই করেনি। যাকে বলে একেবারে স্পিকটি নট। মুখে কুলুপ। যেন এমন কোনও ঘটনার কথা তারা শোনেইনি। তাদের স্বভাববিরুদ্ধ এমনটা হল কী করে? অবশ্য এই 'দেশপ্রেমিকদের এমন আচরণ প্রথম নয়।

আরএসএস ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক বেদ প্রতাপ বৈদিক যখন ২০১৬ সালের ২ জুলাই গোপনে পাকিস্তান গিয়ে সন্ত্রাসবাদী হাফিজ সইদের সাথে আলোচনায় বসেছিলেন সংঘ পরিবার নীরবই ছিল।

জিন্দালের ক্ষেত্রেও তাই। জিন্দাল কোনও হতদরিদ্র দলিত নন যে মৃত গরুর চামড়া ছাড়ানোর 'অপরাধে' তাঁরই চামড়া তুলে নেওয়া হবে, কিংবা মহম্মদ আখলাক নন যে, শুধুমাত্র গোমাংস রাখার নিছক সন্দেহে পিটিয়ে মেরে ফেলা হবে। সজ্জন জিন্দাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ একজন প্রথম সারির শিল্পপতি। অবশ্য তাঁদের এই ধরনের ঘনিষ্ঠতা যখন যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন তাঁদের সাথেই থাকে। এই সজ্জনের দাদা নবীন জিন্দাল ২০১৪ পর্যন্ত রাজ্যসভায় কংগ্রেসের নির্বাচিত সাংসদ ছিলেন।

অনেকেরই মনে আছে, ২০১৫-র ২৫ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাবুল থেকে ফেরার পথে 'হঠাৎই' লাহোরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন— নওয়াজ শরিফের জন্মদিন এবং নাতনির বিয়ে উপলক্ষে। সেখানে আর কে উপস্থিত ছিলেন? নবীন জিন্দাল। না, তখন সেই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও আরএসএস-বিজেপি বাহিনী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিংবা জিন্দালের বিরুদ্ধে কোনও বিক্ষোভ দেখায়নি। অবশ্য এর আগেও বেশ কয়েকবার শরিফ-মোদি বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এই সজ্জন জিন্দাল। কিন্তু দু'দেশের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে বৈঠকে সজ্জন জিন্দাল কেন?

শরিফ পরিবারের দীর্ঘদিনের ইস্পাতের ব্যবসা। সেই ব্যবসার সূত্রেই শরিফ পরিবারের সাথে জিন্দালদের ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু মোদি-শরিফ দু'জনের সাথেই জিন্দালদের ঘনিষ্ঠতা কেন? জিন্দাল কমন ফ্যাক্টর হলেন কী করে? জিন্দালের ব্যবসায়িক স্বার্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জিন্দালকে 'কর্তা' ধরলেন কেন? আরএসএস-বিজেপির ঘোরতর জাতীয়তাবাদীরা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন কি? আর, অতি সাধারণ ঘর থেকে আসা আরএসএস-বিজেপি-গোরক্ষা সমিতি-বজরঙ দলের সমর্থকরা একটু তলিয়ে দেখুন তো— তাঁদের সশস্ত্র উন্মাদনায় মাতিয়ে দিয়ে নেতা-মন্ত্রীরা ফয়দা তুলছেন কি না!

কারও কারও ধারণা, নরেন্দ্র মোদি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চাইছেন। সেই লক্ষ্যেই নাকি দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন জিন্দালকে। যদি তাই হয়, তবে বাইরে এত পাক বিরোধী হুঙ্কার কেন? সত্যিই যদি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চান, তবে তা গোপনে কেন? পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক কি শুধু বিজেপির নিজস্ব বিষয়? তা কি বিজেপির লাভ-লোকসানের উপর নির্ভর করে ওঠানামা করবে? প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন, প্রতিবেশী পাকিস্তানের সাথে তিনি সম্পর্ক ভালো করতে চান এবং সেই মতো পদক্ষেপ করুন। না হলে দেশের মানুষকে জানান, নবীন জিন্দাল নওয়াজ শরিফের সাথে বৈঠকের বিষয়বস্তু কী ছিল? এটা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব।

আসলে এখানে পরিষ্কার কাজ করছে বিজেপির আর্থিক স্বার্থ। অর্থাৎ বিজেপিকে ক্ষমতায় আসতে অর্থ দিয়ে যে শিল্পপতি-পুঁজিপতিরা সাহায্য করেছে জিন্দালরা তার অন্যতম। স্বাভাবিক ভাবেই পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে প্রধানমন্ত্রীরও 'দায়িত্ব' রয়েছে তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থে কাজ করার। তাই মোদি-শরিফ সব বৈঠকেই হাজির সজ্জন জিন্দাল। এখানে আরএসএসের কোনও বিক্ষোভ নেই। কারণ এখানে বিক্ষোভ চলবে না। তা হলে পেটে টান পড়ে যাবে। তাই মুখে কুলুপ। মনে পড়ে যায় কারগিল যুদ্ধের সময়ের কথা। সীমান্তে যুদ্ধ চলছে। মারা যাচ্ছেন ভারতীয় সেনারা। খবরের কাগজে টিভিতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই খবর। উদ্বেল হয়ে উঠছে দেশের মানুষের মন। জানা যায়, সে সময়েও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জামাইয়ের সাথে পাক প্রধানমন্ত্রীর নওয়াজ শরিফের ছেলের চিনির ব্যবসা সমানে চলেছে। তাদের 'জাতীয়তাবাদটা'ও যে আসলে হীন মতলবে, ভোটের স্বার্থে লোক খেপানোর জন্য, হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালানোর জন্য, যার সাথে যে দেশের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই— এই সব ঘটনা থেকে তা পরিষ্কার।

বাস্তবে দু'দেশের জনসাধারণের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। দুই দেশের জনগণই নিজ নিজ দেশের শাসক শ্রেণির দ্বারা শোষিত। তাদের বিরোধটা আসলে সরকারের সাথে। এই বিরোধকে ভোলাতেই তৈরি করা হচ্ছে যুদ্ধের আবহ। দু'দেশের শাসক শ্রেণিই তাকে পুঁজি করে চলেছে। তাই পিতৃহারা তরুণী গুরমেহের যখন বলেন, আমার বাবার হত্যাকারী পাকিস্তান নয়, যুদ্ধ— যে যুদ্ধের জন্য দায়ী দু'দেশের শাসক শ্রেণি, তখন এক নির্মম কঠিন সত্যকেই তুলে ধরেন তিনি। যে সত্য দুই দেশেরই শাসকশ্রেণির মুখোশ খুলে দেয়।